দৈনিক
ইনকিলাব

মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারে মনোযোগ

একনেকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ৩ প্রকল্প অনুমোদন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার বিস্তারে মনোযোগ দিচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে ২১৮ কোটি টাকার শিক্ষাসংশ্লিষ্ট তিন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। সরকার সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে মনোনিবেশ করবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

গতকাল একনেক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব বলেন। শেরে বাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্প তিনটিসহ মোট ২৫০ কোটি টাকার চারটি প্রকল্প একনেকে

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

হয়।

মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মূল বরাদ্দের ৪ হাজার ৩২ কোটি টাকা কমিয়ে এবং দেড় বছর সময় বাড়িয়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রথম সংশোধনী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মান সম্মত শিক্ষার বিস্তারে সরকার মনোযোগী। এ জন্য কর্মমুখী শিক্ষায় ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও রাজশাহীর পবা এবং চট্টগ্রামের রামুতে দুটি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। এছাড়া রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার আসনের একটি ছাত্রী হল, ড.ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গবেষণা ল্যাবরেটরি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ গবেষক বিশেষজ্ঞ গড়ে উঠবে। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সাকিব-মুশফিকের মতো খেলোয়াড় তৈরি হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জানা গেছে, রংপুরে অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করবে সরকার। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। মোট ৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প ছাত্রী হল নির্মাণ ছাড়াও গবেষণার মানোন্নয়ন ও যথাযথ ফলাফল পেতে ড.ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। একই সাথে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি নতুন বিভাগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গবেষণা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে চলমান প্রযুক্তিগত গবেষণায় ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

এদিকে বিরাজমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে বস্ত্র প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে ভোলায় একটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট তৈরি করবে সরকার। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বস্ত্র পরিদপ্তর। আগামী ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন শেষ হবে। এখান থেকে প্রতি বছর ৮০ জন দক্ষ বস্ত্র প্রকৌশলী বের হবে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের চলমান সাফল্যকে আরো বেগবান করতে রাজশাহীর পবা ও চট্টগ্রামের রামুতে আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ দুটি ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে সরকার। এ প্রকল্পেরও সব অর্থ সরকারি তহবিল থেকে দেয়া হবে। ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকেএসপি এটি বাস্তবায়ন করবে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাকিব-মুশফিকের মতো বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পরকিল্পনামন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামীতে অলিম্পিকে সাফল্য পেতে আমরা আধুনিক দুটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

এছাড়া গতকাল একনেকের সভায় চুয়াডাঙ্গায় একটি শিল্পনগরী স্থাপনে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকারি তহবিল থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করবে। মোট ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৯টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ৬ হাজার বর্গফুটের এ টাইপের ৬২টি, সাড়ে ৪ হাজার বর্গফুটের বি টাইপের ৪৩টি এবং ৩ হাজার বর্গফুটের সি টাইপের ৪৬টি প্লট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া বাকি ১৮টি বিভিন্ন সাইজের এস টাইপ প্লট স্থাপিত হবে।

অন্যদিকে, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ৪ হাজার ৩২ কোটি টাকা কমিয়ে এবং দেড় বছর অতিরিক্ত সময় বাড়িয়ে প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংশোধনীতে সরকারি বরাদ্দ ১৮ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১৩ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা করা হয়েছে। আর প্রকল্প সাহায্য ৩ হাজার তিনশ' ৩৮ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ হাজার ১৯২ কোটি টাকা করা হয়েছে। মূল প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছিল আগামী বছরের জুন পর্যন্ত। এখন তা বাড়িয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর করা হয়েছে।

তবে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বে থাকা সদস্য হুমায়ুন খান জানান, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ কমেনি। বরং প্রকল্পে আওতাভুক্ত দুটি কর্মসূচীকে আলাদা প্রকল্প করা হয়েছে। ফলে মূল প্রকল্পে বরাদ্দ কমেছে। মার্বিকভাবে বরাদ্দ বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, মূল প্রকল্পে মোট ৪৮ হাজার ৮৪ জন জনবলের উল্লেখ ছিল। সংশোধিত প্রকল্পে অতিরিক্ত ৩৩ হাজার ৪শ' ৪৮ জন বাড়িয়ে সর্বমোট ৮১ হাজার ৫শ' ৩২ জন জনবল নেয়া হবে। এর মধ্যে ৮০ হাজার ৬শ' ৫জন শিক্ষকের পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্ব খাতে চলে যাবে। এছাড়া, ৫শ' ৫০ টি অন্যান্য পদও প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, পরিকল্পনা সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আরাস্ত খান, হুমায়ুন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।